বটমুলে সুরের মুর্ছনা

কর্ণফুলী'র সাংস্কৃতিক রিপোর্ট

ফাগুনের বিদায় লগ্নে গত শনিবার সকালে সিডনী'র আন্তঃ-পশ্চিম আবাসিক এলাকার এ্যাশফীল্ড পার্কে সকাল ন'টা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীতি'র গানের আসর। ঘন সবুজ দুর্বা ঘাসের কার্পেটে আচ্ছাদিত নয়নাভিরাম পার্কটি ঘিরে আকাশছোঁয়া উচ্চতায় শাখা পল্লবে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ফীগ ও হুপ বৃক্ষ। প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্যে এ পার্কটির গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক, কারণ গেল ফেব্রুয়ারীতে এখানেই 'একুশে একাডেমী'র উদ্যেগ ও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার স্মৃতিফলক। ঐশ্বর্য্যের বেলাভুমি ঘিরে সেদিন বসেছিল প্রতীতি'র সুর-ছন্দের মেলা।

মেলা নয়, প্রতীতি'র গানের আসরে অবসরের আলাপন

ধীরে ধীরে বেলা ১১টা নাগাদ প্রায় ২৫০ জন লোকের সমাগম ঘটে এ মাঠটিতে। দর্শকাসনের পেছনভাগে ঝাল-মুড়ি ও ইলিশ-খিচুড়ি সহ হরেক রকম পিঠার একটি বিরাট ষ্টল বসেছিল। অনুষ্ঠানের মূল অতিথি বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদুত জনাব আশ্রাফ উদ দৌলাও প্রায় ৩০০ কিঃমিঃ দুর রাজধানী ক্যানবেরা থেকে নাড়ীর টানে সস্ত্রীক ছুটে এসেছিলেন সুরের-মেলায়। তাঁর সাথে সারাক্ষন সঙ্গ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের অনারারী কনসুলার জনাব এ্যান্থনি কোরী। ভাষা না বুঝলেও আন্তরিকতার সাথে অনুষ্ঠানের সুমিষ্ট সুর আদি-অন্ত হাসিমুখে এ্যান্থনী উপভোগ করেছিলেন। প্রবীন বাংলাদেশীদের মধ্যে 'গ্রামীন সাপোর্ট' সংগঠনের প্রধান জনাব নজরুল ইসলাম, নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবদুর রায্যাক সহ আরো প্রচুর গন্যমান্য ও গুনী প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতি উক্ত অনুষ্ঠানে দেখা যায়। বটবৃক্ষের ন্যায় অষ্ট-শিকের ছাতার মতো ছেয়ে থাকা সুবৃহৎ ফীগ-ট্রি'র নীচে শুভ্র ধবল কাপড়ে ঘেরা প্রতীতি'র মঞ্চ বসেছিল সেদিন। বরাবরের মতো অনুষ্ঠান পরিচালনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন সিরাজুস সালেকীন। অপু ও কণা'র সুমিষ্ঠ কণ্ঠের যৌথ উপস্থানায় পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল শ্রুতিনন্দন। নাজমূল হাসান খান ও প্রতীতি'র মালিকানাধীন শব্দযন্ত্র ছিল ত্রুটিযুক্ত যা মাঝে মাঝে শ্রোতাদের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। মন্দিরায় ছিল শাহজাহান বৈতালীক এবং তবলায় ছিলেন তরুনশিল্পী রাশেদুল কবীর (সুইটি) ও সজীব খান। আসরের মধ্যমণি সিরাজুস সালেকীনকে ঘিরে সমবেত কণ্ঠে সাইফুর রহমান (অপু), একেএম ফারুক, সন্দীপ রায়, নাজমূল আহসান খান সহ ৬জন পুরুষ ও নার্গিস খান (লতা), মমতাজ রহমান (চম্পা), ইফ্ফাত আরা (সূচী), সোমা রায়, কবিতা পারভেজ, কণা (বিখ্যাত ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী'র

পুত্রবধূ), ও অদিতি বড়ুয়া (পিয়া) সহ ১১জন মহিলা গান করেছিলেন। দেশের গান ও রবীন্দ্র সংগীত ছিল অনুষ্ঠানের মূল ছন্দসুর। অনুষ্ঠানের মধ্যভাগে একপশলা স্নিগ্ধ বৃষ্টি ফোঁটার মতো কবিতা আবৃত্তির পালা চলেছিল কিছুক্ষন। শুধু উপস্থাপনা বা গান নয় এমনকি কবিতা আবৃত্তিতেও সৌম্যদর্শন সাইফুর রহমান (অপু) দর্শক-শ্রোতাদের অবচেতন মনের প্রতিবেশী ভালোবাসার খিড়কীতে কড়া নেড়ে গিয়েছিলেন সেদিন। সিডনী'তে তার মতো এত সুন্দর ছন্দপাঠ আগে কেউ শোনাতে পারেনি বলে অনেকে সেদিন স্বতস্ফুর্ত ও মুর্হুমুহু করতালি দিয়ে জানিয়েছেন। ভরাট কণ্ঠে তার আবেগ মাখানো শব্দচয়ন ছিল অনবদ্য। তার আগে পিছে শাহিন শাহনেওয়াজ, কাইয়ুম পারভেজ ও আশিষ বাবলুও কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে হাতেখড়ি নেয়া একদল শিশু সেদিন সমবেত কণ্ঠে গেয়েছিল কয়েকটি দেশমাতার গান। সাংস্কৃতিক শিশু সংগঠন 'আনন্দধ্বনি'র দুজন শিশু শিল্পী, প্রিয়েতা ও মাহিমা, পর পর দু'টি গানের সুরে অপুর্বভাবে নৃত্য পরিবেশন করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সকলকে।

বটমুলে সারিবেঁধে ওঁরা বাংলা'র গান গাইছে, 'জন্ম আমার, ধন্য হলো মা - গো, এমন ক'রে আকুল হয়ে - - - '

বিশেষ করে প্রিয়েতার নৃত্য সকল দর্শক-শ্রোতার মনে দাগ কেটেছে। ক্ষুদে শিল্পী প্রিয়েতার নৃত্য ভঙ্গিমায় অনেকে ভেবেছিল মেয়েটি সবেমাত্র ছায়ানট বা শান্তিনিকেতনের মতো কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নাচের তালিম নিয়ে এসেছে। আসলে প্রিয়েতার জন্ম অষ্ট্রেলিয়াতে, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অনেক দুরে তার বাস।

সিডনী প্রবাসী শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশী হিসেবে এ বছর প্রতীতি জনাব আবদুল জলিল'কে মনোনীত করেছেন। জনাব জলিল সর্বজন স্বীকৃত একজন প্রবাসী সমাজকর্মী ও বাংলাভাষা প্রেমী। বাংলাভাষাকে অষ্ট্রেলিয় শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যসূচীতে তালিকাভুক্ত করতে তিনি সিডনীতে দীর্ঘদিন নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সঠিক ব্যাক্তি নির্বাচন নিয়ে উপস্থিত সকলে এবার প্রতীতি'র প্রশংসা করেছেন। বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেছে যে কঠোর গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা বজায়ে রেখে প্রতীতি এবার তাদের তথা সিডনী'র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝ থেকে একজন দেশ ও ভাষাপ্রেমীকে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' হিসেবে জনাব জলিলকে মনোনীত করেছেন। মাননীয় রাষ্ট্রদুতের কাছ থেকে পুরষ্কারের প্রতীক গ্রহণ করার সময় অনুষ্ঠানের আয়োজক জনাব সালেকীন নিরলস অনুপ্রেরনা ও নিবেদনের জন্যে জনাব জলিলের সহধর্মিনী ফাতেমা জলিল পপি'র সহযোগীতার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেন।

সব মিলিয়ে বরাবরের মতো এবারো প্রতীতি প্রমান করলেন প্রবাসে কিভাবে বাংলা সাংস্কৃতি পালন ও চর্চা করতে হয়। দুপুর ১.৩০টায় প্রতীতি প্রধান রবীন্দ্র ছন্দসুর শিল্পী সিরাজুস সালেকীন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। সুর ও ছন্দ সমাঝদার প্রায় প্রতিটি ব্যাক্তি সেদিন নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন যে গত যেকোনবারের চেয়ে ওঁদের এবারের অনুষ্ঠানটি ছিল বেশী অনবদ্য ও স্মরন করার মতো। 'এঘাটে নাইলে ওঘাটে যাওয়া যাবেনা, এ দলে গাইলে অন্যদলে গাইতে পারবেনা,' গুরু-গ্রীবাধারী সালেকীনের এধরনের সরু মনমানসিকতা বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শিথীল হওয়ার ফলে বসরাই গোলাপের মতো দিনে দিনে প্রতীতির অপ্রতিরোধ্য প্রস্ফুটন ঘটছে বলে অনেকে সেদিন ফিসফিসিয়ে মন্তব্য করেছেন। তারা মনে করেন বস্তুত পৈতৃক পরিচিতি ছাড়া আত্মগরিমা করার মতো সালেকীনের তেমন কোন যোগ্যতাই নেই। যদি থাকতো, তবে যে মার্তৃভুমি'র গীত দলবেঁধে কাতর কণ্ঠে তিনি আজ প্রবাসে গাইছেন, পিতার ন্যায় সে ভুমি'র মাটি তিনিও আঁকড়ে থাকতেন। হতাশার কুঞ্ঝটিকায় নিমজ্জিত হয়ে দেশান্তরী হতেন না। তবুও অষ্ট্রেলিয় গনতান্ত্রিক ও হীনমন্যতা-মুক্ত উদার সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে সময়ের ধারাবাতিকতায় ধীরে ধীরে সালেকীনের মাঝে কিঞ্চিৎ ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বলে কয়েকজন দুর্মুখ কর্ণফুলীকে সেদিন জানিয়েছেন। বয়স এ ধরনের সুন্দর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে বলে গুনীজনরা মনে করেন। 'সালেকীন চায় চলে যাক, নবীন যে আসে রাখ তারে পাশে, প্রতীতি থাক সবার হৃদয়ে, যুগ থেকে যুগান্তরে' এইছিল সেদিনের উপস্থিত উদার ও গনতন্ত্রমনা প্রায় সকল সুধীজনের কাম্য।

সর্বজন-স্বীকৃত এবারের 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' সস্ত্রীক জনাব আবদুল জলিল, মাঝে বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদুত জনাব আশ্রাফ-উদ-দৌলা।

অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় আরো কিছু ছবি দেখতে হলে এখানে টোকা মারুন